

ওয়ার্ডের কথ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩ জানুয়ারি ২০২১ এগারো



মেয়ে কোলে অনুষ্কা?

অনুষ্কা শর্মা তাঁর গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারলেন না তবে? সত্যিই কি ভাইরাল হয়ে গেল তাঁর সদ্যোজাত 'ব ছবি' অনুষ্কা আর বিরাট বারবার অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যেন তাঁদের গোপনীয়তাকে সম্মান জানানো হয়। যেন তাঁদের সন্তানের ছবি কোনওভাবেই প্রকাশ করা না হয়। কিন্তু সম্প্রতি ভাইরাল হল এক ফ্রেম। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ফুটফুটে এক শিশুকে কোলে নিয়ে অনুষ্কা হাসছেন। অনুষ্কার সন্তানের ছবি সামনে এল সত্যিই? কেউ বলছেন এটা একেবারেই ফেক। ফোটাশপের কারসাজি। অনুষ্কার সন্তান নয়। কেউ বা আবার এই শিশুকেই জুনিয়ার কোহলি বলে ভাবছেন। সব মিলিয়ে এই ছবি নিয়েই নেটজগতে হইহই।

অবশেষে ধরা পড়লেন বিবেক ওবেরয়ের শ্যালক



তন্মাসী গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চেম্বাই থেকে আদিত্যকে গ্রেফতার করে বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ। প্রাক্তন মন্ত্রী জীভদ্রাজ আলভার ছেলে আদিত্য নামে গতবছর সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখ স্যান্ডেলউড মাদককাণ্ডের জন্য কটনপেট পুলিশ স্টেশনে একফাইআর দায়ের করা হয়। আদিত্যর বেঙ্গালুরু বাড়িতেও হানা দেয় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয় তাঁর আত্মীয়দের। আদিত্যর দিদি তথা বিবেক ওবেরয়ের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা আলভা এবং তাঁদের আরেক বোনকে ডেকে পাঠানো হয় পুলিশের তরফে। পুলিশি সূত্রে খবর, আদিত্য আলভা স্যান্ডেলউড মাদককাণ্ডের ৬ নম্বর অভিযুক্ত। গ্রেফতার করার পর তাঁকে বেঙ্গালুরুতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

অবশেষে ধরা পড়লেন বিবেক ওবেরয়ের শ্যালক আদিত্য আলভা। স্যান্ডেলউড মাদককাণ্ডে আদিত্যর নাম জড়িয়েছে আগেই। তারপর থেকেই তিনি নিরাপত্তা ছিলেন। তবে নাকোটিঙ্গ কন্স্ট্রোল ব্যুরো পিছু ছাড়েনি। পুলিশ জরি রেখেছিল

দেখা যদি হল সখী

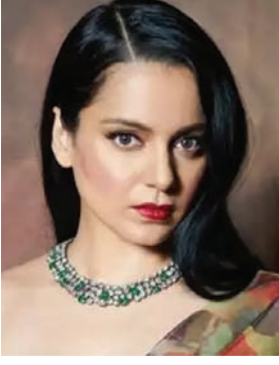
করোনা বলে উৎসব হবে না নাকি! দিবা হচ্ছে সব। তবে হ্যাঁ, বিধি মেনে। কলকাতা টেলিভিশন উৎসবের কথাই বলছি আর কি। ছবি দেখানো হচ্ছে সর্বত্র। অবশ্য দর্শক এবার কম। আর বিদেশি অতিথিরা কেউ আসেননি। তবে শহরের তারকাদের যেতে বাধ্য কোথায়? যাওয়া আড্ডা এবং খাওয়া দেবার চলেছে। চলেছে পুনর্মিলনের পালাও। এই যেমন সুদীপ্তা আর ঋতুপর্ণা। 'আবার দেখা যদি হল সখী' গোছের ছবিও হল। সবে সবে কলকাতায় ফিরে ঋতু একেবারে পুরনো মেজাজে। সুদীপ্তার সঙ্গে জমিয়ে পোজ দিলেন। আর মাস্ক? সেটিও গুরুত্ব পেল ভালোমতোই।

মন্নতের বাইরে



সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি ছবি। মন্নতের বাইরে রীতিমতো ধরনা দিয়ে বসে আছেন বেঙ্গালুরু থেকে আসা এক নবীন পরিচালক। কী চান তিনি? তাঁর স্বপ্ন ওই বাড়ির মালিককে শোনাবেন নিজের চিত্রনাট্য। যাতে তাঁর ছবিতে অভিনয় করেন মন্নতের মালিক। নবীন পরিচালক জানিয়েছেন, যতদিন না সেই সুযোগ আসে, ততদিন তিনি বসে থাকবেন গেটের সামনে। মন্নতের মালিকের নাম যে শাহকুখ খান, এটা কে না জানে!

বিবেকানন্দের জন্মদিনে টুইট করলেন কঙ্গনা



বের করো। গন্তব্য ভুলে গেলে, তুমি এসে হাত ধরো। তাঁর পোস্টের নীচে কমেট করেছেন অনেকেই। কঙ্গনাকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তাঁরা প্রণাম জানিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দকে। অনেকেই জানিয়েছেন, বহু বিতর্কের মধ্যেও তাঁরা কঙ্গনার পাশে আছেন। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চাইছেন কঙ্গনা এবং তাঁর দিদি রসালি চান্দেলা। এমনই অভিযোগে বলিউড অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে সম্প্রতি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কৃষক আন্দোলন নিয়ে কঙ্গনার মন্তব্যও বিতর্কের বাড় তুলেছে। অ্যাকশান ছবি 'ধকড়'—এ দেখা যাবে তাঁকে। ছবিতে তাঁর বিপরীতে আছেন অর্জুন রামপাল।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে বীর সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা জানালেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াল। ১২ জানুয়ারি, জাতীয় যুব দিবসের সন্ধ্যায় টুইট করে স্বামীজিকে স্মরণের শ্রদ্ধা জানান তিনি। লেখেন, যখন আমি হারিয়ে যাই, তুমি খুঁজে



রামগোপালকে বয়কটের পথে বলিউড

পরিচালক রামগোপাল বর্মা কে বয়কট করল ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন সিনে এমপ্লয়িজ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কলাকুশলীদের কোটি টাকা পারিশ্রমিক বাঁকি রেখেছেন পরিচালক। বেশ কয়েকবার চিঠি পাঠালেও কোনও ফল হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পী, টেকনিশিয়ানদের বকেয়া পারিশ্রমিক মেটাননি তিনি। ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজের সভাপতি বি এন তিওয়ারী, সাধারণ সম্পাদক অশোক দুবে এবং কোষাধ্যক্ষ গঙ্গেশ্বর শ্রীবাস্তবের কথায়, দীর্ঘদিন ধরে কলাকুশলীদের পাওনা টাকা মেটাননি পরিচালক রামগোপাল বর্মা। এ বিষয়ে ২০২০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁকে বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সেখানে সম্পূর্ণ তালিকা দিয়ে সকলের

পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়ার দাবিও তোলা হয়। কিন্তু সেই চিঠির প্রেক্ষিতে কোনও উত্তর সেননি পরিচালক। পরবর্তীতে তাঁকে আইনি নোটিসও পাঠিয়েও লাভ হয়নি। তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন রামগোপাল। এরপরই পরিচালককে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। সম্প্রতি এই সংস্থা জানতে পারে যে, গোয়ায় একটি নতুন ছবির শুটিং করছেন রামগোপাল। এরপরই গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি লিখে গোটা বিষয়টি জানান বি এন তিওয়ারী। চিঠিতে তিনি লেখেন, আমরা চেয়েছিলাম এই অতিমারী আবেহে অন্তত আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা টেকনিশিয়ান, শিল্পী এবং কর্মীদের পাওনা মিটিয়ে দিন রামগোপাল বর্মা। কিন্তু তিনি তা করেননি। সেই কারণে আমরা ঠিক করেছি, ভবিষ্যতে আর আমাদের কোনও সদস্য রামগোপাল ভার্মার সঙ্গে কাজ করবেন না। বিষয়টি ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার্স প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশনের এবং প্রোডিউসার্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া সহ অন্যান্য সংগঠনকেও জানানো হয়েছে।



কমলা হ্যারিসকে শুভেচ্ছা প্রিয়াক্ষার

সুস্মিতার উপদেশ শর্টফিল্ম 'সূতাবাজি'র মাধ্যমে অভিনয় জীবনে পা রেখেছেন প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী, বলিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা সেনের মেয়ে রিনি। লকডাউনের সময় তিনি সেরেছেন এই কাজটি। বিখ্যাত মায়ের কাছে কী উপদেশ পেলেন? রিনি জানান, মা বলেছেন, আমার মেয়ে বলে তুমি সহজেই কাণ্ড জায়গা দখল করে নেবে, এটা ভেবে না। নিজের যোগ্যতায় তোমাকে সবটুকু অর্জন করতে হবে।

'ম্যাডাম ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস অ্যান্ড দ্য নিউ আমেরিকা' সম্প্রতি এমনিই ক্যাপশন ব্যবহার করে বিখ্যাত ভোগ ম্যাগাজিন। ভোগের সেই ছবি শেয়ার করে কমলা হ্যারিসকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রিয়াক্ষা চোপড়া জোনাস বলেন, আর ১০ দিনের মধ্যে কমলা হ্যারিসের মতো একজন নেত্রীকে দেখতে পাবেন মার্কিনীরা। কমলা হ্যারিস এমনি একজন নেত্রী, যিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাঁর বাবা-মা জন্মেছেন ভারতের বাইরে। এইবার কমলা হ্যারিসকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে পাবেন মার্কিনীরা। জো বাইডেনের মন্ত্রিসভায় কমলা হ্যারিসের হাজিরা নিয়ে প্রথম নিয়েই জোর জল্পনা শুরু হয়। এইবার সেই জল্পনার মাত্রাকে চড়িয়ে কমলা হ্যারিসকে নিয়ে পোস্ট করেন দেশি গার্ল। কমলা হ্যারিসের উদাহরণ টেনে প্রিয়াক্ষা চোপড়াও কি ভবিষ্যতে রাজনীতির দিকে পা বাড়াতে পারেন? এমনি প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন অনেকেই। যদিও এই বিষয়ে কিছু খোলাসা করেননি নিজের গিন্নি। বর্তমানে ইংল্যান্ডে রয়েছেন প্রিয়াক্ষা চোপড়া। পরবর্তী সিনেমার শুটিংয়ের জন্যই বর্তমানে ইংল্যান্ডে রয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন প্রিয়াক্ষা কেন স্যালোতে হাজির হন, সেটা নিয়ে ব্রিটিশ পুলিশের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় অভিনেত্রীকে। করোনার নয়া স্ট্রেনের জেরে গোটা ব্রিটেন জুড়ে যখন দ্বিতীয় দফার লকডাউন চলছে, সেই সময় নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রিয়াক্ষা কেন স্যালোয় হাজির হলেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় সেই দেশের পুলিশের তরফে। যদিও টিম প্রিয়াক্ষা চোপড়ার তরফে জানানো হয়, ছবির প্রয়োজনেই স্যালোয় হাজির হন গিন্নি।



সম্পর্কে অনীহা মিমির!

অনেক হয়েছে সম্পর্ক প্রেম গুঁজব ইত্যাদি। বিয়ে আর বিচ্ছেদও কম দেখলেন না। তবে কি এবার এসবে ঘেরা ধরে গেল মিমির? তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট তেমনই জানাচ্ছে। কী করেছেন মিমি? শেয়ার করেছেন একটি স্ট্যাটাস। সেখানে স্পষ্ট লেখা, তিনি এবার তিনটি জিনিসের জন্য কাজ করতে চান। তাঁর নিজের জন্য, নিজের খুশির জন্য আর সুখসম্পদের জন্য। তাহলে কি বিয়ে করবেন না? বলেননি খুলে। যদিও এর আগে এক অনুরাগীকে জবাব দিতে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, এসব নিয়ে মোটেও ভাবছেন না। নিজের কাজ নিয়ে ভালো আছেন তিনি। তাহলে হয়তো সম্পর্কে না জড়ানোটাই মিমির এ বছরের রেজোলিউশন।

অভিষেককে কোভিড দিল কে?

অভিষেক বচ্চনের কি বিপদ! অজয় দেবগণের কাছে কিনা বকুনি খেলেন। তাও আবার প্রকাশ্যে! কপিল শর্মার শোতে গিয়েছিলেন দুজনে। সেখানে কথা উঠল অভিষেকের কোভিড নিয়ে। যে স্টুডিওয় তখন ডাবিংয়ের কাজ করছিলেন জুনিয়ার বচ্চন, সেই স্টুডিওতে কোভিড ছিল না কারও। পরে পরে প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে অভিষেক আক্রান্ত হলেন কীভাবে? প্রশ্নটা ওঠেই। অভিষেক বোম্বালুম বলে দেন, বোধহয় তাঁর বাবার থেকেই! আর যায় কোথায়। ধমকে ওঠেন অজয়— অমিতাজ কি বাইরে বেরোতেন তখন? উনি এই সংক্রমণ আনবেন কী করে! বরং অভিষেকের থেকেই ওঁর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। তাহলে? এই সংক্রমণ এল কোথা থেকে! হঠাৎ মনে পড়ল অভিষেকের। ঘুরে তাকালেন অজয়ের দিকে—আরে, তাঁর আক্রান্ত হওয়ার দিন ৫-৬ আগে অজয় এসেছিলেন না বচ্চন বাংলায়? অজয় দেবগণ আশ্চর্য হতে গিয়েও হেসেই ফেললেন শেষমেশ।

অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যশজি

বলিউডের বিখ্যাত প্রযোজক বনি কাপুর পা রেখেছেন অভিনয়ের জগতে। লাভ রঞ্জন পরিচালিত ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে রণবীর কাপুরের বাবার চরিত্রে। তবে কোনওদিন অভিনেতা হবার স্বপ্ন দেখেননি বনি। কথায় কথায় তিনি জানান, প্রযোজকের পাশাপাশি সহ পরিচালক হিসেবে যুক্ত থেকেছি বলিউডের বহু সফল ছবির সঙ্গে। তবে আমি কোনওদিন অভিনেতা হতে চাইনি। অবশ্য এখন মন্দ লাগছে না। বলা যায়, একটা নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ পাচ্ছি। বনি আরও জানান, আমাকে

প্রথম অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিংবদন্তি পরিচালক যশ চোপড়া। আমি ভেবেছিলাম যশজি বসিকতা করছেন। পরে বুঝতে পারি, উনি সত্যিই চেয়েছিলেন। কোন ছবি? শ্রীদেবী-অনিল কাপুর অভিনীত 'লমহে'। আমাকে অফার করা হয়েছিল শ্রীদেবীর স্বামীর চরিত্র। যে চরিত্রে পরে অভিনয় করেছিলেন দীপক মালহোত্রা। তখন কেন করিনি অভিনয়? মন চায়নি, তাই। বনির পুত্র-কন্যা অর্জুন-জাহ্নবী চুটিয়ে কাজ করছেন বলিউডের বিভিন্ন ছবিতে। স্ত্রী শ্রীদেবী প্রয়াত হয়েছেন কয়েক বছর আগে।

ক্রিকেট টিম তৈরি করবেন প্রিয়াক্ষা?

বিয়ের পর থেকে কেটে গেল প্রায় দু বছর। বেশ সুখে সংসার করছেন নিক আর প্রিয়াক্ষা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াক্ষা বলেন, নিক তাঁর চেয়ে দশবছরের ছোট হলেও সেই অসম বয়স কোনওদিন তাঁদের সম্পর্কে প্রভাব ফেলেনি। বরং তাঁরা একে অপরকে নিয়ে বেশ ভালোই আছেন। প্রিয়াক্ষা বলছেন, লকডাউনে নিজের সঙ্গে একান্তে অনেক সময় কাটিয়েছেন প্রিয়াক্ষা। এটিই তাঁর খুব স্মরণীয় প্রাক্তন বলে মনে করেন অভিনেত্রী। এবার কি সন্তানের পরিকল্পনা করছেন তাঁরা? সে ব্যাপারে অবশ্য এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সন্তান হলে ঠিক কতগুলো সন্তানের মা হতে চান প্রিয়াক্ষা? এই উত্তরে একেবারে ছক্কা হাঁকিয়েছেন নিক-ঘরপা। জানিয়েছেন, তিনি আর নিক দুজনেই খুব বাচ্চা ভালোবাসেন। তাঁরা অনেকগুলো সন্তান চান। একটা ক্রিকেট দল বানাতে পারলেও কোনও আশঙ্কি নেই। বরং তাতে তাঁরা সুখী হবেন বলে জানিয়েছেন প্রিয়াক্ষা।



বিপাশার স্বামী অসুস্থ আটকে সাইবেরিয়ায়

বিদেশে গিয়েছিলেন শুটিংয়ে। অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেখানেই আটকে গেলেন বিপাশা বসুর স্বামী করণ সিং শ্রোভার। ছোটপর্দার এই জনপ্রিয় তারকা আপাতত রয়েছেন সাইবেরিয়ায়। জানা গিয়েছে, 'কুবলু হায় ২.০' নামে একটি ওয়েব সিরিজের শুটিংয়ের জন্য সম্প্রতি সাইবেরিয়ায় উড়ে যান করণ সিং শ্রোভার। শুটিং শেষ করে গোটা ইউনিটের মুহূর্ত ফিরে আসার কথা ছিল। সে দেশের রীতি অনুযায়ী, বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে কোভিড পরীক্ষা করতে হয় তাঁদের। সেই পরীক্ষার রিপোর্টই পজিটিভ এসেছে। শুধু করণ একা নয়, তাঁর বেশ কয়েকজন সহকর্মীও কোভিড পজিটিভ। ফলে তাঁদের ওখানেই রেখে বাকিরা ফিরে এসেছেন। করণ সহ করোনা আক্রান্ত অন্যান্যদের আইসোলেশনে পাঠিয়েছে সাইবেরিয়ান প্রশাসন।

স্মার্টফোনের জোগান দিচ্ছেন সোনা

আবারও সোনা সুদ। আবারও তিনি স্বমহিমায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল-কলেজ বা টিউশন কিছুই খোলেনি। পড়াশোনা সবটাই অনলাইনে। তবে দেশের বহু প্রত্যন্ত জায়গায় বা প্রত্যন্ত পরিবারে স্মার্টফোনের অভাবে এখনও অনেক পড়ুয়াই পড়তে পারছেন না। তাদের পাশে এবার দেববর্তের মতো এসে দাঁড়ালেন সোনা। একটি ওয়েব প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন তিনি। সেখানে কোনওভাবে খবর পৌঁছে দিলেই মিলবে স্মার্টফোন। অতি দরিদ্র পরিবারগুলিতে অন্তত একশোটি স্মার্টফোন এখনও অবধি বিলি করতে পেরেছেন সোনা সুদ। পঞ্জাব, মুম্বই, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার বেশ কয়েকটি জায়গায় সোনা স্মার্টফোন পাঠাতে পেরেছেন। সোনা জানিয়েছেন, এই কাজটি এখন চলবে। স্মার্টফোনের অভাবে কারও পঠনপাঠন যাতে বন্ধ না হয়, সেটি দেখা তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বলে মন্তব্য করেছেন সোনা সুদ।